৮-৩-২০১৪

মাভেরিক বা মুক্তচিন্তার মানুষদের উত্থান

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

এটা নির্বাচনের সময় ও সত্যিকারের প্রচার শুরু করে দিয়েছি আমরা। রাজনৈতিক দলগুলি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তাদের প্রচার পরিকল্পনা, জোট গঠন, প্রার্থীর নাম ঘোষণা, নির্বাচনী কৌশল চূড়ান্ত করতে। শক্তি ব্যয় হচ্ছে সমপদ সংগ্রহ,ও বিভিন্ন সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়া গুলিতে প্রচারের বিষয়বস্তু পাঠানোর কাজে। নির্বাচনের সময় মুক্তচিন্তার মানুষদের একটা বড় অংশ রাজনীতিতে আসেন। এটা খুবই ইতিবাচক দিক। দেশ গড়ার ব্যাপারে নিজেদের অবদান রাখার একটা অনুভূতিতে চালিত হন তাঁরা।রাজনৈতিক দলগুলি চলচ্চিত্র জগতের , খেলার জগতের, ও অন্যান্য জগতের সফল মানুষদের নিজেদের দলে টানতে চান। অনেকক্ষেত্রে প্রার্থীও হন তাঁরা। দলবদলেরও মরসুম এটা। নির্বাচনের সময় দলবদলকে রাজনৈতিক শক্তির নবমেরুকরণ হিসেবে চিন্হিত করা হয়।

মুক্তচিন্তার মানুষের ক্ষেত্রে নির্বাচন একটা বড় সুযোগ। চিন্তায় ও কাজে তিনি স্বাধীন। চিরাচরিত আইনের দ্বারা তাকে বাঁধা যায়না। তিনি সাধারণের বাইরে। তিনি তীক্ষ্ণ স্বরবিশিষ্ট ও একইসঙ্গে কিছুটা অদ্ভুত। কীকরে মানুষের মনোযোগ আকর্শন করা যায় সেই কৌশল তাঁর জানা। মনোযোগ আকর্শন করতে পারেন তিনি, একইসঙ্গে জনপ্রিয়তাও।অবস্থান বদলে তাঁর কোনও দ্বিধা নেই। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কাছে তাঁর উপস্থিতি অনেক বেশি রঙীন,চিরাচরিত রাজনীতিকদের তুলনায়। এই মুক্তচিন্তার মানুষদের মতামত প্রকাশের জন্য বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষত টুইটারে প্রচুর সুযোগ।বহু মুক্তচিন্তার মানুষই কারণ ভাড়া করার দর্শনে বিশ্বাসী। নিজেদের কাছে সমর্থনযোগ্য সবসময় এরকম কারণের খোঁজে থাকেন তাঁরা।

উনবিংশ শতকে দক্ষিণ ক্যারোলিনার এক জমিদার ও আইনজীবী স্যামুয়েল অগাস্টাস মাভেরিকের নাম থেকে মাভেরিক শব্দটির উত্থান। প্রথম জীবনে ছিলেন জমিদার। নিজের বাবার ব্যবসাও দেখাশুনা করতেন।পরে আইন পাশ করে আইনেরই দফতর চালু করেন। টেক্সাস বিপ্লবের সময় গৃহবন্দী করা হয় তাঁকে। টেক্সাসের মেয়রও নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর একটা ছোট পশুপালও ছিল। এখান থেকেই মাভেরিকস কথাটার উৎপত্তি। কারণ শব্দটার আরও একটা অর্থ তকমাহীন বাছুর।

ভারতে মাভেরিক বা মুক্ত চিন্তকদের অনেকেই সাময়িকভাবে কোনও দলে যোগদান করেন

ও পরে না পোষানোয় দল ছেড়ে দেন। কেউ কেউ আবার নিজেরাই রাজনৈতিক দল তৈরি করেন। তাদের স্টাইল চিরাচরিত নয়। সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেতে পরের পর যুক্তি সাজান তারা। মাভেরিকদের একটা স্বভাব হল কোনও প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ আনা। প্রথাগত রাজনীতিকরা এদের হাত ধরার ব্যাপারে অতটা উৎসাহী নয়। কারণ মাভেরিকদের হিতাহিত জ্ঞান কম। এরা একটু বুনো।

মাভেরিকদের সঙ্গে কিভাবে চলব তানিয়ে সবসময় আমার মধ্যে একটা দ্বিধা কাজ করে। মাভেরিকদের করা প্রশ্নের কোনও উত্তর আছে কি ? ও যখন গেট ভেঙে তোমার বাড়িতে ঢুকছে তখন তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবে কী ? তাঁকে মঞ্চ দখলের সুযোগ দেবে নাকি তাকে অবহেলা করবে ? আমার মনে হয় এটাই অনেক নিরাপদ উপায়। নৈঃশব্দই মাভেরিকদের জন্য আদর্শ সাড়া দেওয়ার উপায়। নৈঃশব্দের একটা ভার আছে। অনেক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে এটা রক্ষা করে।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিষয়ে নরেন্দ্র মোদীকে তাই সুপরামর্শই দেওয়া হয়েছে।